রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৪, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৮ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

নং **১০ (মু: প্র:)**।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ০৭ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৩ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ১০, ২০২৪

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ৪.০০

২। **১৯৯৬ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ২৮ক এর সন্নিবেশ।**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**২৮ক। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অপসারণ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।**—এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে, সরকার, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে, কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, জনস্বার্থে, যে কোন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অপসারণ ও নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

৩। **১৯৯৬ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ৩০ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩০ক। কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অপসারণ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।—এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে, সরকার, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে, কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, জনস্বার্থে, যে কোন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অপসারণ ও নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

৪। **১৯৯৬ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ৪২ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৪২ক। বোর্ড বাতিল করিবার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে, সরকার, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে, কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, জনস্বার্থে, যে কোন কর্তৃপক্ষের বোর্ড বাতিল করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এইরূপ সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে যে কোন কর্তৃপক্ষের কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ বোর্ডের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।"।

তারিখ: ০৭ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৩ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ সাহাবুদ্দিন
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী
সচিব (চলতি দায়িত্ব)

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd